"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-
সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

গৃহ কর্ম্ম

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

ভবানীপুর।

সাপ্তাহিক যন্ত্রে দ্বিতীয় বারে
মুদ্রিত।

১১ মাঘ। ১৭৯১ শাক।

বিজ্ঞাপন।

গৃহ-কর্ম্ম নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানির প্রথম প্রকাশিত ১০০০ সহস্র খণ্ড আগ্রহের সহিত গৃহীত হওয়াতে হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে ইহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল। এবার ইহাতে "অর্থ-সংগ্রহ" এই প্রস্তাবটী নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এবং অপরাপর প্রস্তাব গুলিও প্রয়োজনমত শোধিত ও বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইল। গৃহ-কর্ম্ম কতক গুলি বালক ও বালিকা বিদ্যালযে ব্যবহৃত হওয়াতে আহ্লাদের সহিত তদুপযোগী করিয়া মুদ্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে। সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলেই সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজ

১৭৯১ শক

১১ মাঘ।

সূচী পত্র।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।
শরণং

গৃহ-কর্ম্ম।

ঈশ্বর।

ঈশ্বর এই বিচিত্র জগতের একমাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা . তিনিই আমাদের পিতা পাতা মুক্তি-দাতা সকলই। আমরা তাঁহা হইতে দেহ মন আত্মা সকলই লাভ করিয়াছি, এখানে তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেছি, প্রতিদিন তাঁহারই বিতরিত অন্ন পান লাভ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আত্মার প্রাণ পোষণ করিতেছি। লোকান্তরে অনন্ত কাল তাঁহা-রই আশ্রযে থাকিব। তিনি যেমন আমাদিগের ইহলোকের পালয়িতা, তেমনি তিনি আবার আমারদের পরলোকেরও আশ্রয়-দাতা। তিনি আমারদের চিরকালের শরণ্য—চিরকালের সুহৃৎ।

তিনিই জীবের সুখের জন্য, মঙ্গলের জন্য

পৃথিবীকে এই অনুপম সুখের সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়া দিয়াছেন। "তিনি লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে আপনি সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতে-ছেন।"

তিনি প্রীতি-নয়নে—স্নেহ-নয়নে নিয়তই এই সংসারকে সন্দর্শন করিতেছেন। তাঁহার সিংহাসন সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারই মহিমা সমুদায় সংসার প্রচার করিতেছে। এমন স্থান নাই, যেখানে সেই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বতশ্চক্ষু পরমেশ্বর বিদ্যমান নাই। এমন কার্য্যই নাই, যাহা সেই অনন্ত-জ্ঞান পরমেশ্বর না জানিতেছেন। আমরা যেখানে থাকি, তাঁহারই সম্মুখে, যাহা বলি, যাহা করি তাঁহারই সাক্ষাতে। তিনি আলোক অন্ধকারে সমান রূপেই আমারদের হৃদয়ের প্রত্যেক গূঢ় কামনা সকল সহজে অতি সুন্দররূপে অবগত হইতেছেন।

সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই এই জগতের প্রাণ, তিনিই কেবল আমারদের আত্মার একমাত্র জীবন। তাঁহা হইতেই আমারদিগের সুখ সম্পদ, বল বীর্য্য, জ্ঞান ধর্ম্ম সকলই। তাঁহারই করুণা শতধা বহুধা হইয়া পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী,

স্বামী পত্নী সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে—তাঁহারই প্রীতি সর্ব্বত্র বর্ষিত হইয়া বসুধাকে জীবন-যৌবনে সুখ-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিতেছে।

তাঁহারই সত্তাতে সংসার আমাদের চক্ষে মধুর ভাবে বিচরণ করে, তাঁহারই সম্বন্ধে আমারদের নিকটে সকলেই আত্মীয়-রূপে প্রতীত হয়। যতক্ষণ তাঁহাকে আমরা আত্মস্থ দেখি, ততক্ষণ এই সংসার আমারদের গৃহ, এতন্নিবাসী জনগণ আমাদের নিকটে ভ্রাতৃভাবে বিরাজ করে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমারদের ধর্ম্ম-ভাব কর্ত্তব্য-ভাব সকলই তিরোহিত হইয়া এই জন-সমাজ অসম্বন্ধ বালুকা রাশির ন্যায় বোধ হয়। তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইলে হৃদয় শ্মশান-সমান—সংসার মরু-ভূমির ন্যায় নীরস হইযা পড়ে।

তিনিই সকলের একমাত্র গৃহ-দেবতা, তিনিই সকলের নিত্য সেবনীয়—নিত্য পূজনীয় এবং নিত্য স্তবনীয় পরম উপাস্য হয়েন।

সেই অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পাপ হইতে বিরত থাকিবে, কায়-মনোবাক্যে তাঁহাকে প্রীতি করিবে এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে যত্নশীল থাকিবে। গৃহধর্ম্ম এবং সামাজিক

কর্ম্ম সকল তাঁহারই আদেশানুমত জানিয়া অবিরক্ত চিত্তে তাহা সম্পাদন করিবে।

পিতা মাতা।

পিতা মাতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা (১) স্বরূপ। সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং পরম ধর্ম্ম। পিতা সংসারে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ। পিতা হইতেই আমরা বল বীর্য্য, জ্ঞান ধর্ম্ম, সমুদায়ই লাভ করি। পিতার অনুপম স্নেহ, অজস্র করুণার প্রতি নির্ভর করিয়াই আমরা জীবন-পথে অগ্রসর হই, পিতার অকৃত্রিম স্নেহ-ভাব নিষ্কাম প্রীতি-ভাব দেখিযাই আমাদের পরম পিতার অলৌকিক বাৎসল্য-ভাব বুঝিতে পারি। এমন পিতাকে—এমন প্রত্যক্ষ দেবতাকে যে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করে, তাহার ন্যায় কৃতঘ্ন আর দ্বিতীয় নাই। সে বিষম দুর্গতিতেই পতিত হয়।

পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া পুত্রের যার পর নাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতা যদি আমারদিগকে সেই অসহায় অবস্থাতে মুখে অন্ন, অঙ্গে বস্ত্র দিয়া সেই

(১) লোকাস্তুরবাসী মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মজীবী জীবকে দেবতা বলে।

সুকোমল শরীরকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কোন্ কালেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতাম। তিনি যদি শৈশবাবস্থা হইতেই আমারদিগের দেহ মনের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিতেন, তিনি যদি কৃপা করিয়া আমারদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা না দিতেন, তাহা হইলে কোথায় বা আমারদিগের বল বীর্য্য, সুখ সৌভাগ্য, কোথায় বা আমাদিগের ধর্ম্মজনিত অনুপম স্বর্গীয় আশা ও আনন্দ থাকিত। পিতাই আমারদিগের ইহলোকের সকল প্রকার সুখ-সম্পদের এক মাত্র কারণ—পিতাই আমাদিগের পরলোকের এক মাত্র পথপ্রদর্শক।

পুত্রের ভরণ পোষণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন জন্য পিতাকে যে কত কষ্ট কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, পিতা না হইলে আর তাহার স্বরূপ-ভাব কখনই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবার উপায় নাই। অতএব সহস্র কারণে উত্ত্যক্ত হইলেও এমন পিতার প্রতি, এমন প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা অবজ্ঞা করা পুত্রের কখনই কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্ব প্রযত্নে পিতৃ-সেবা করিবে। পিতার সন্তোষ সাধনে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিবে।

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু। মাতা

আমাদিগের পরম পূজনীয়া, পরম সেবনীয়া হয়েন। মাতাকে ঈশ্বরের স্নেহ-গুণের মুর্ত্তি-বিশেষ বলিলেই হয়। মাতার ন্যায় পুত্রের শ্রী-সৌভাগ্য-অভিলাষিণী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। মাতার হৃদয় কেবল স্নেহের ভাণ্ডার, মাতার মন কেবল মমতারই আলয়। মাতা পৃথিবীতে স্নেহ-বাৎসল্যের অনুপম দৃষ্টান্ত ভূমি। সংসারে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহার সহিত মাতৃ-স্নেহের তুলনা হইতে পারে। আমারদিগের শরীরের রস রক্ত মাতা হইতেই।

প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা জননী আপনার শরীর নিঃসৃত দুগ্ধ দিয়া স্বীয় সন্তানের শরীরকে পোষণ করেন, আপনার মুখের গ্রাসার্দ্ধ দিয়া পুত্রের উদর পূরণ করেন, আপনার ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়া স্বীয় সন্তানের স্বাস্থ্য সাধন এবং বল বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

জননী স্বীয় জরায়ু শয্যায় সন্তানকে স্থানদান করিয়াই আজন্মের মত দুঃখের ভার মস্তকে ধারণ করেন। যতদিন সন্তান গর্ভস্থ থাকে ততদিন তো মাতার ক্লেশের পরিসীমাই নাই। ভোজন ভ্রমণে, শয়ন উপবেশনে কেবল কষ্টই সহ্য করিতে হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার শরীর রক্ষার জন্য দিন যামিনী বিব্রত থাকিতে হয়। পীড়িত হইলে আপনি উপবাসী থাকিয়া—আপনি ঔষধ পথ্য সেবন করিয়া পুত্রের আরোগ্যের জন্য প্রতি নিয়তই ব্যাকুলিত চিত্তে দিন যাপন করেন। ঘটনাক্রমে সন্তান বিয়োগ হইলে মাতার তো শোক সন্তাপের আর ইয়ত্তা থাকে না।

এমন কত শত জীবিত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে জননী স্বীয় হৃদয়ধন পুত্রকে হারাইয়া আজন্মের মত উন্মাদিনী হইয়া ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। কেহ বা পুত্র-বিরহে দিন যামিনী অনিবারিত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করত চির-জীবনের মত চক্ষু-রত্নে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইবা মাত্র কত জননী উদ্বন্ধনাদি দ্বারা প্রাণত্যাগ করত দুর্নিবার্য্য শোকানল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। এমন জননীকে যে অশ্রদ্ধা করে, অনাদর করে, তাহা অপেক্ষা নরাধম এই পৃথ্বীতলে অতি বিরল। বিপথ-গামী হইয়া পাপাসক্ত হইয়া এমন মাতার আশা-তরুর মূলচ্ছেদ করিও না। তোমরা এমন মাতার অবাধ্য ও অবশীভূত হইয়া তাঁহার নির্ভর-যষ্টি ভগ্ন করিও

না। জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জনে অবজ্ঞা ও অবহেলা করিয়া জীবিত থাকিতে মাতার ক্রোড় শূন্য করিও না। যদি জীবন যায়, তাহাও মঙ্গল তথাচ জননীর প্রতি উদাসীন হইও না। জীবন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া পিতা মাতার তুষ্টি সাধন করিবে। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতাকে পরিপোষণ করিবে। তোমরা প্রাণপণে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়া তাঁহারদের হৃদয়-কমল প্রফুল্লিত করিবে, আশা-লতাকে বর্দ্ধিত করিবে, তাঁহারদিগের মুখ উজ্জ্বল করিবে। সর্ব্বদা তাঁহারদিগের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহারদিগের দুঃখ-ভার মোচন করিতে যত্নশীল হইবে। ইহা ঈশ্বরের আজ্ঞানুমত কর্ম্ম এবং পরম ধর্ম্ম জানিবে।

গুরু শিষ্য।

গুরু-জনকে দেবতুল্য সম্মান করিবে। কেন না গুরু-জনের মধুময় উপদেশে আমারদের হৃদয়ে সদ্ভাব ধর্ম্ম-ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়। তাঁহারদের প্রাণগত ধর্ম্মানুষ্ঠান সন্দর্শন করিয়া আমরাও সৎকর্ম্ম সাধনে উৎসাহিত হই।

শান্ত সমাহিত বিশুদ্ধ-চরিত্র ঈশ্বর-প্রাণ গুরু-জনকে সংসারের ভয়াবহ প্রবল তরঙ্গের মধ্যে—শোক-সন্তাপ, বিপত্তি বিষাদের অভ্যন্তরে অটল ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল আমাদের হৃদয়-ভূমিতে কেমন বদ্ধ-মূল হইতে থাকে।

যখন আমরা সংসার-কোলাহলে হতচেতন হইয়া পড়ি, সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত হইয়া আপনা-রদের জীবনের লক্ষ্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাই, যখন কেবল অন্ধ-শক্তির ন্যায় এখানে কার্য্য করিতে থাকি, তখন কে সস্নেহ ভাবে নিস্বার্থ ও নিষ্কাম হৃদয়ে আমারদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন? তখন কাহার আদেশে আমরা জাগ্রৎ হই? কাহার প্রখর হৃদয়-ভেদী উপদেশে আমারদের পাষাণ-হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে? কাহার কথায় আমারদের দুর্ব্বল মনে বলা-ধান হয়—নিরুদ্যম চিত্তে উদ্যমের আবির্ভাব হইতে থাকে? আচার্য্যেরই আদেশে, কেবল সাধু সজ্জনগণেরই উপদেশে।

গুরুজনগণের সারগর্ভ উপদেশ সকল একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিবে। পুত্রের ন্যায় তাঁহারদের আজ্ঞাবহ

হইবে। যে ব্যক্তি গুরুজন প্রদর্শিত নির্ম্মল ধর্ম্ম পথে গমন না করে, যে ব্যক্তি সাধুজনের সদুপদেশ শ্রবণ না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয, তাহার দুর্গতির আর পরিসীমা থাকে না। সে ইহলোকে ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ কখনই সম্ভোগ করিতে পারে না এবং পরলোকেও সহসা সদ্গতি লাভে সমর্থ হয় না।

শিষ্য যেমন গুরুজনকে যথা বিধি সম্মান সমাদর না করিলে, তাঁহারদের হিত-উপদেশ সকল শ্রবণ না করিলে দুঃখভাগী হয়, তেমনি গুরুজনও যদি শান্ত সমাহিত-চিত্ত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু শিষ্যকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ না করেন, অকপট হৃদয়ে যথাশক্তি অভ্রান্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে যত্নশীল না হন, তাহা হইলে তাঁহারদিগকেও কর্ত্তব্য-বিমুখ হইতে হয়। সত্যানুসন্ধায়ী ঈশ্বর-পিপাসু ব্যক্তিকে গুরুজন সেই বিদ্যার উপদেশ দিবেন, যাহাতে তাহার জ্ঞান-তৃপ্ত হয়, ধর্ম্ম-স্পৃহা চরিতার্থ হয, চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, ঈশ্বর-লাভ হয় এবং ভ্রম প্রমাদ সকল তিরোহিত হইয়া যায়। স্বার্থ-অন্ধ হইয়া অযথা-যোগ্য সম্মান গ্রহণে কোনক্রমেই শিষ্যকে নিয়মিত করিবেন না। কোনরূপেই তাহার আত্মার স্বাধীনতা বিলোপ করিবেন না।

শিষ্য যাহাতে তাঁহাকে বা কোন মনুষ্য বিশেষকে জ্ঞানধর্ম্মের অভ্রান্ত আদর্শ করিয়া না তোলে, তৎপ্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবেন। সাধু সদাশয় লোকের সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠানের অনুসরণের উপদেশ দিবেন কিন্তু যাহাতে সেই পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-মঙ্গল পূর্ণ-প্রেম পরমেশ্বরেরই প্রতি সর্ব্বতোভাবে মনশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহার শুভাভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিযা—তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া যাহাতে মানব-আত্মা অনন্ত উন্নতি পথে উত্থিত হইতে পারে কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করিবেন। যাহাতে শিষ্যের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল সম্যক্‌রূপে উত্তেজিত হয, ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর-প্রেম দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, ঈশ্বরের প্রিয-কার্য্য সাধনে—সংসারের কল্যাণ সম্পাদনে অপ্রতিহত অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে এবং পরলোকের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ীভূত হয়, সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাহারই উপদেশ দিবেন। আচরণ ও অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিবেন।

পবিত্রতার এমনি বিচিত্র শক্তি! ধর্ম্মের এমনই মনোহর ভাব যে, হৃদয় একেবারে অসাড় হইয়া

না পড়িলে আত্মম্ভরিতা একেবারে সম্পূর্ণরূপে মনকে অধিকার না করিলে আর সংযতেন্দ্রিয ঈশ্বর-প্রাণ পুণ্যাত্মার প্রতি কাহারো সহসা অশ্রদ্ধা জন্মে না—গুরুজনের প্রতি নিন্দাবাদে কটুকাটব্য প্রয়োগে—তাঁহারদের অসন্তোষ সাধনে প্রবৃত্তি হয় না।

অতএব গুরুজনকে সর্ব্বদা সম্মান করিবে। কায়-মনোবাক্যে আচার্য্যের অনুগত হইবে। তাঁহারদের প্রদর্শিত পুণ্যপথে বিচরণ করিবে এবং ধর্ম্ম উপদেশ সকল যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে রক্ষা করিবে। এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন ন্যায়-পরায়ণ ধর্ম্মপ্রিয় সাধু সকল, পিতামাতা আচার্য্যকে দেববৎ মর্য্যাদা করিতে আদেশ করিযাছেন। যথা "পিতৃদেবোভব মাতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব।"

ভ্রাতা ভগিনী।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃ-তুল্য মর্য্যাদা করিবে। নিয়ত জ্যেষ্ঠের অনুগত হইয়া থাকিবে। জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীকে সন্তান নির্ব্বিশেষে স্নেহ মমতা করিবেন। তাঁহারা তাঁহার নিকটে

সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাতে বিশেষ উত্ত্যক্ত না হইয়া মৃদু-মধুর উপদেশ দ্বারা তাহাদিগের চরিত্র শোধন করিবেন। ভ্রাতা ভগিনীতে যে পরস্পর সদ্ভাব ও সদালাপ থাকে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তদ্বিপরীত ভ্রাতৃ-বিরোধ একান্তই অস্বাভাবিক। ভ্রাতা ভগিনীতে এক গৃহে এক জননীর উদরে জন্ম গ্রহণ করে, এক প্রকার পিতৃ-স্নেহেই লালিত পালিত হয়। জননীর এক ক্রোড়-প্রাঙ্গনেই উভয়ে ক্রীড়া কৌতুকে বর্দ্ধিত ও উন্নত হইযা থাকে। ইহারদিগের মধ্যে পরস্পর প্রীতিভাব সন্দর্শন করা তো সকলেরই প্রার্থনীয়।

• কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কত গৃহে ঘটনাক্রমে ভ্রাতৃ-বিরোধরূপ দুনির্বার্য্য অনল প্রজ্বলিত হইয়া সেই সেই পরিবারের সৌভাগ্য-তরুকে এক কালে ভস্মীভূত করিযা ফেলিতেছে। কত ভ্রাতা ভগিনী আপন আপন সঞ্চিত জ্ঞান-ধন তাহাতে আহুতি দিয়া আজন্মের মত দারিদ্র্য-ব্রত অবলম্বন করিতেছে। নিতান্ত হত ভাগ্য না হইলে আর কেহ ভ্রাতৃভাবে বঞ্চিত হয় না।

মাতৃ-ক্রোড়কেই পরমেশ্বর আমারদিগের ভ্রাতৃ-ভাব শিক্ষা করিবার একমাত্র স্থান অবধারিত

করিযা দিয়াছেন। আমরা পরিবারের মধ্যগত হইয়া ভ্রাতৃভাব উপার্জ্জন করি, পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকি এবং পরস্পরের উপভোগ্য সুখকে দ্বিগুণীভূত করি, উপস্থিত দুঃখ-ভার পরস্পর বণ্টন করিয়া গ্রহণ করত তাহার তীব্রতাকে মন্দীভূত করত মনের আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যগত থাকিয়া অল্পে অল্পে প্রীতি ও সদ্ভাবে আমরা উন্নত হই, পরে সেই ভ্রাতৃভাব ক্রমে জনসমাজে বিস্তার করি ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মের অনুমোদিত।

আজন্মকাল এক জননী গর্ভজাত ভ্রাতা ভগিনীর সহিত একত্র ভোজন উপবেশন, একত্র জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াও যদি তাহাদিগের সহিত এক হৃদয় হইয়া জীবন যাপন করিতে না পারি, পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ না হই, তবে জগদীশ্বরের বিশাল সংসার রাজ্যের নানা দেশীয় বিভিন্ন প্রকৃতি জনগণকে কেমন করিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিব—কেমন করিয়াই বা তাহারদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিসাধন জন্য ধন প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইব।

আমরা সামাজিক জীব, আমারদিগের আশা অধিকার সকলই বিস্তৃত। আমারদিগের কর্ত্তব্যের ভাব, ধর্ম্মের ভাবও অনন্ত। ঈশ্বরের কৌশলই এই, যে একটী ক্ষুদ্র কারণ কোন একটী বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করে—কোন একটী সামান্য বিষয়, কোন এক অসাধারণ ব্যাপার সম্পন্ন বিষযে অনুকূল হইয়া থাকে। আমারদিগের যখন প্রত্যেক মনোবৃত্তি নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে, প্রত্যেক ভাব, কলিকা-অবস্থায় অতি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে থাকে, তখন জগদীশ্বর জননী-ক্রোড়কেই আমাদিগের এক-মাত্র শিক্ষাভূমি করিযা দেন। পরে যখন ক্রমে আমারদিগের শরীরের বলাধানের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল উন্নত ও প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাঁহার প্রসাদে আবার আমারদিগের জ্ঞান-বুদ্ধি সঞ্চালনের প্রশস্ত ক্ষেত্রও লাভ করিযা থাকি। তদবধি পিতার আলয় পিতার পরিবারই আমাদিগের প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি প্রত্যেক বৃত্তিকেই সতেজ করিতে আরম্ভ করে।

সেই অসহায অবস্থাতে যে ভ্রাতার মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের নয়ন যুগল স্ফূর্ত্তি লাভ

করে, যে ভগিনীর সস্নেহ মধুর বাক্য আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ সাধন করিয়া থাকে, যাঁহারা আমাদিগের বাল্য জীবনের সর্ব্বস্ব, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহাদিগেব প্রতি উদাসীন হওয়া সামান্য বিড়ম্বনার কার্য্য নহে।

ভ্রাতৃভাব শিক্ষা করিব বলিয়াই জগদীশ্বর আমারদিগকে জনশূন্য তৃণবর্জ্জিত মরুভূমিতে নিক্ষেপ না করিয়া জন-সমাজে এক এক পরিবারের মধ্যেই আমারদিগকে অর্পণ করিযাছেন। আমরা যদি স্বার্থানুরোধে সেই জনপূর্ণ স্থানকেও মরুভূমি করিযা তুলি, সেই ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যেও বিরহানল প্রজ্বলিত করিয়া দিই, তাহাতে আমারদেরই অনিষ্ট। আমরাই সংসারের সুখ-সম্পদ্ হইতে পরিভ্রষ্ট হই—আমরাই সংসারের অপূর্ব্ব সুখমাধুরী কিছুই উপভোগ করিতে না পারিয়া অতি দীন ভাবে জীবন কাল অতিবাহিত করিতে থাকি।

অতএব ঈশ্বরের সুখ-রাজ্যে—মঙ্গল-রাজ্যে এমন অমঙ্গল স্রোত প্রবাহিত করা বুদ্ধি-জীবী মনুষ্যের কার্য্য নহে। ভ্রাতৃ-বিরোধে প্রবৃত্ত হইযা পরিবারগণকে দুঃখ-দাবানলে দগ্ধীভূত করা জ্ঞান-ধর্ম্মাধিকারী মানবের কর্ত্তব্য নহে।"

তোমরা ক্ষমাকে হৃদয়ের ভূষণ, শান্তিকে চির সহচর করিয়া ধর্ম্মের আদেশে সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে। সংসারের হিতসাধন, ভ্রাতা ভগিনীর সুখ সম্পাদন বিষয়ে যত্নশীল থাকিয়া সংসার-আশ্রমের গৌরব রক্ষা করিবে। এই রূপে যদি তোমরা ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট থাকিতে শিক্ষা কর, নিত্য প্রীতি করিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে সংসারে তোমাদের প্রীতির স্রোত অতি সহজেই প্রবাহিত হইবে। লোক-সমাজে তোমাদের ভ্রাতৃভাব শীঘ্রই বিস্তৃত হইবে। নতুবা যে ব্যক্তি গৃহ-প্রাঙ্গনে এক পাদও গমন করিতে পারে না, সে কেমন করিযা দুরারোহ উন্নত পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিবে। যার আপনার গৃহ চির অন্ধকারে পরিপূর্ণ, সে অন্যের প্রদীপ কেমন করিষা প্রজ্বলিত করিয়া দিবে। অতএব তোমরা এই সময় হইতেই ভ্রাতৃভাব শিক্ষা কর। প্রাণপণে পরস্পর ভ্রাতা ভগিনী গুলির মঙ্গল চেষ্টায় নিযুক্ত থাক। তাহা হইলে ক্রমে তোমাদিগের সেই সাধু ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া সংসার ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিবে—তোমাদের প্রীতিভাব সকল হৃদয়কে মধুময় করিবে।

স্ত্রী পুরুষ।

" পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন।" ধর্ম্মের আদেশে বিধিমত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রজাপতি পরমেশ্বরের অব্যর্থ আদেশ। পরিণয় অতি পবিত্র এবং অতি গুরুতর কার্য্য। যে দিন হইতে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর পাণিগ্রহণ করেন, সেই দিন হইতেই তাঁহারা এমনি একটী অচ্ছেদ্য ধর্ম্মশাসনের বশবর্ত্তী হন, যে চির কাল তাহা পালন করিতে হইবেই হইবে। পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর একশরীর একহৃদয় হওত ঈশ্বরের নির্দ্দেশিত সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করা যার পর নাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুরুষ অবিবাহিত অবস্থায় যেমন তিনি আপনার শরীরের উন্নতি ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল থাকেন, সেই রূপ পত্নীর দেহ মনের উন্নতির ভার গ্রহণ করত প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করা পরিণেতার উচিত। এই রূপে আজন্মকাল পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, ইহাই উভয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং অবশ্য প্রতিপাল্য পরম ধর্ম্ম।

স্বামী স্বীয় পত্নীকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিবেন।

ভয়াবহ সংসার-পথে তিনি তাঁহার নেতা হইয়া অতি সতর্কতার সহিত সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। কদাপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসৎ সংসর্গে রাখিবেন না। সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি প্রিয় বাক্য কহিবেন এবং প্রিয় আচরণ করিবেন। গৃহ কার্য্যে তাঁহাকে অপটু বা অশক্ত দেখিলে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ভৎর্সনা না করিয়া উপদেশ-পূর্ণ হিত-বচন দ্বারা তাঁহার দোষা-দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে শিক্ষা দিবেন। এবং কার্য্যবিশেষে সময়বিশেষে তাঁহাকে পরিণয়-নিবন্ধন কর্ত্তব্য-ভার বুঝাইয়া দিবেন। প্রাণান্তেও কখন ব্যভিচার দোষে সংলিপ্ত হইবেন না।

স্ত্রীও সেই রূপ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত পতির আদেশ প্রতিপালন করিবেন। সর্ব্ব প্রযত্নে পতি-সেবা ও পতিমর্য্যাদা করিবেন। এবং কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার হিত চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবেন। সহস্র কারণে উত্ত্যক্ত হইলেও কদাপি পতির প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, এবং সংসার-ধর্ম্মে ঔদাস্য ও অবহেলা করিয়া ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না। "ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা এবং সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকার্য্য-সাধিকা হইবেন।"

অপরিমিত ব্যয়শীলা হইয়া সংসারের অহিত

চেষ্টা করিবেন না। অনর্থ বহু-ভাষণ দ্বারা পতির অসন্তোষ সাধন এবং গৃহের শান্তিভঙ্গ করিবেন না। বিবাদ কলহে সংলিপ্ত হইয়া গৃহ ধর্ম্মের বৈপরীত্যা-চরণে প্রাণান্তেও প্রবৃত্ত হইবেন না। সর্ব্বদা সকল বিষযে বিশুদ্ধ থাকিয়া স্বামীর শ্রী সৌভাগ্য সম্পাদন করিবেন, স্বামীর তুষ্টিসাধন করিবেন। ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে অবিরোধিনী হইয়া স্বামীর মুখ উজ্জ্বল করিবেন। সর্ব্বদা অসৎ চিন্তা, অসৎ কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র থাকিবেন। ভ্রমেও কখন কোন পুরুষের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবেন না। ধর্ম্মকে আপনার উজ্জ্বল ভূষণ-রূপে সর্ব্বদা হৃদযে রক্ষা করিবেন। "যে পতিপ্রাণা স্ত্রী সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হযেন, তিনি ইহ লোকে অতুল কীর্ত্তি এবং পর লোকে অনুপম সুখ লাভ করেন।"

পুত্র কন্যা।

পুত্র কন্যা উভয়ই ঈশ্বরের দান। তিনি পুত্র কি কন্যা যখন যাহা বিতরণ করেন, তখনই তাহা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে বিনীতভাবে গ্রহণ করা উচিত এবং উভয়কে সমান স্নেহের সহিত প্রতিপালন

করা পিতা মাতার যার পর নাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্রকে জনক জননী যেমন সর্ব্বদা আন্তরিক যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবেন, জ্ঞান-ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য যেমন তাঁহারা সর্ব্বদা অকাতরে অর্থ ব্যয় এবং কাল ব্যয় করিবেন, কন্যাকেও তেমনি যত্নের সহিত জ্ঞান-ধর্ম্মের শিক্ষা দিবেন, কন্যার চরিত্রকে বিশুদ্ধ ও স্বভাবকে বিমল করিবার জন্যও তদ্রূপ দিন যামিনী যত্নশীল থাকিবেন। যে পিতা মাতা নিরপেক্ষ হইয়া সন্তান সন্ততিকে প্রতিপালন না করেন, তাঁহারা ধর্ম্ম শাসনের বিপরীত আচরণ করিয়া আত্মাতে পাপ ও মলিনতা সঞ্চয় করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভে কখনই সমর্থ হইতে পারেন না। ঈশ্বর যেমন তাঁহার সকল পুত্র কন্যাকে সমান স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি যেমন উভয়েরই সম্মুখে সমান রূপে সুখের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং উভয়কেই জ্ঞানের পথে ধর্ম্মের সোপানে উত্থিত হইবার জন্য সমান বল বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, উভয়ের জন্যই যেমন তিনি স্বীয় নিরাপদ ক্রোড় বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন, পিতা মাতা সংসারে তেমনি ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তাঁহার উদার স্বভাবের—

তাঁহার নিস্বার্থ ও নিষ্কাম ভাবের অনুকরণ করিবেন, ইহা তাঁহাদিগের অত্যাব কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঈশ্বরকে চির-আদর্শ করিয়া সংসারে প্রতিপদ বিক্ষেপ করিতে হইবে। যে পিতা মাতা স্নেহের বশীভূত হইষা স্বার্থ-সাধনের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্র বা কন্যা বিশেষের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক স্নেহ ও অধিক যত্ন প্রকাশ করেন এবং অপরের প্রতি অল্প বা অধিক পরিমাণে ঔদাস্য ও অবহেলা করিয়া তাহার প্রতিপালনের ত্রুটি করেন, সে পিতা মাতা আপ নারদিগের কর্ত্তব্য-ভার সংসারে সুন্দররূপে বহন করিতে পারেন না, এবং আপনারদিগের পদের গৌরবও নির্ব্বিবাদে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না।

জগৎপাতা পরমেশ্বর পিতা মাতার হস্তে যে পবিত্র কার্য্য-ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে প্রতিপালন করিতেই হইবে। তাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে। সকল নিষমের প্রতি সকল আচার ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা করিযা পিতা মাতা ঈশ্বরেরই আদেশ প্রতিপালন করি-বেন, যে নিয়ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত ঈশ্বরের আজ্ঞানুমত তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া পুত্র কন্যাকে জ্ঞানধর্ম্মে সমানরূপে সুশিক্ষিত করিবেন।

বিশেষতঃ কন্যাকে পিতা মাতা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক গৃহ কার্য্যেও শিক্ষা দিবেন। কেন না কন্যাকে পাত্রস্থ করিলেই তিনি অন্যের গৃহিণী হইবেন এবং তাঁহাকে স্বাধীনরূপে আর একটি সংসারভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং কাল ক্রমে তাঁহাকে আবার পুত্র কন্যার মাতা হইয়া নির্ব্বিবাদে তাহারদিগকে লালন পালন করিতে হইবে। কন্যাকে অশিক্ষিতা ও কুস্বভাবা করিয়া রাখিলে তাঁহার পিতৃকুল এবং ভর্ত্তৃকুল উভয় কুলেরই যার পর নাই অনিষ্ট সাধন করা হয়। অতএব বাল্যাবস্থা হইতে কন্যার প্রতি মনোবৃত্তিকেই সাধুপথে সঞ্চালন করা অতীব প্রয়োজন এবং অতি সতর্কতার সহিত তাঁহাকে একটী ভাবী সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য অল্পে অল্পে শিক্ষা দান করা আবশ্যক।

যত দিন কন্যা পতি-মর্য্যাদা ও পতি-সেবা সম্যক্‌রূপে না জানেন এবং সংসার-কার্য্যে জ্ঞান-ধর্ম্মে সুন্দররূপে উপদিষ্ট না হন, তত দিন তাঁহার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। যখন কন্যা অবশ্য-পরিজ্ঞেয় যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবেন, যখন তিনি ধর্ম্ম-শাসন বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইবেন তখনই

তাঁহাকে পিতামাতা সাধ্যানুরূপ ধন রত্ন দিয়া সংযতেন্দ্রিয় সুশান্ত জ্ঞানাপন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ অরোগী পাত্রে সমর্পণ করিবেন এবং আজন্মকাল তাঁহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টি রাখিবেন। নতুবা ধনলোভী হইয়া কন্যাকে বিক্রয় করিলে কিম্বা অননুরূপ পাত্রে সম্প্রদান করিলে পিতামাতা ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন।

দাস দাসী।

মনুষ্যের যে প্রকার প্রকৃতি এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার যে রূপ সম্বন্ধ তাহাতে তো অন্যের সাহায্য ব্যতীত কোন রূপেই সুখস্বচ্ছন্দে জীবন পথে এক দিনও অগ্রসর হইতে পারা যায় না; এবং অন্যের সাহায্য ভিন্ন সংসারের জ্ঞানধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন একটী কার্য্য সুসম্পন্ন করিবারও উপায় নাই। বিশেষতঃ গৃহকার্য্য সম্পাদন বিষয়ে দুই একটী ব্যক্তির সাহায্য যে লইতেই হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

যে নর নারী আপনাপন পরিশ্রমের মূল্য লইয়া অন্যের সেবা শুশ্রূষা করে তাহারদিগকে সামান্যত দাস দাসী কহে। আর যাঁহারা পরিশ্রমের মূল্য

দিয়া অন্য ব্যক্তিকে আপনারদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা সংসাধনে নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই সচরাচর প্রভু বলিয়াই বিখ্যাত। অনেকেই ধনমদে উন্মত্ত এবং মোহ-তিমিরে অন্ধীভূত হইয়া আপনারদিগের রক্ষিত দাস দাসীকে যৎপরোনাস্তি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিযা থাকেন, কেহ বা স্বার্থপরতার কুটিল কুমন্ত্রণায় উত্তেজিত হইয়া দাস দাসীকে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমে নিয়োগ করেন এবং তাহা সুসম্পন্ন বিষয়ে তাহারা অপারগ হইলে ভয়ানক কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। কেহ বা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাহারদিগকে প্রহার করত প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করেন না।

তাঁহারা দৈনিক বা সাপ্তাহিক অথবা মাসিক নিয়মে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেতন দিয়া মনে করেন যে তাহারা আপনাদের বল-বীর্য্য, সুখ স্বচ্ছন্দতা এবং জ্ঞান ধর্ম্ম সমুদায় "আমাদিগের নিমিত্তই নিঃশেষিত করিবে—তাহারা সকল বিষয়েই আমাদিগের অধীন হইয়া থাকিবে" স্বাধীনতা কখনই প্রদত্ত হইবেক না।

এই ভূমণ্ডলের স্থান বিশেষে এমনও কয়েকটী জাতি আছে যে ইদানীন্তন সময়ে জ্ঞানধর্ম্মের এমন বিমল আলোকেও চিরজীবনের জন্য মূল্য

দিয়া পশ্বাদির ন্যায় নরনারীগণকে ক্রয় করিয়া লয়। এইরূপ ক্রীত ব্যক্তিকে "ক্রীতদাস' কহে। ক্রীত দাসদিগের আপনার বলিবার আর কিছুই নাই। তাহারা যাহা করিবে প্রভুরই জন্য। স্বাধীনতা-নিবন্ধন পরম প্রার্থনীয় সুখ তাহারা চির-জীবনেও কখন সম্ভোগ করিতে পায় না। এই কুৎসিত রীতি অতীব ঘৃণিত। ইহা জ্ঞান ধর্ম্মের নিতান্তই অননুমোদিত।

যাঁহারা ঈশ্বরের উদার মঙ্গল-দৃষ্টি সমুদায় জগতে দেখিতে পান, যাঁহারা আত্মার প্রকৃতি সুন্দর রূপে সমালোচন করিযা থাকেন এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্ব যাঁহারদিগের বুদ্ধিভূমিতে কিঞ্চিৎ মাত্র প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহারা কোনরূপেই এই ঘৃণিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা অল্পপ্রাণ দাসদাসীগণকে কোন ক্রমেই ধর্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধ নিয়মে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। প্রত্যুত সন্তান নির্ব্বিশেষেই তাহাদিগকে প্রতি-পালন করেন এবং তাহারদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন।

যাঁহারদিগের হৃদয় ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত, প্রেম-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাঁহারা

কেনই বা বৃথা প্রভুত্ব প্রকাশ করিবেন। তাঁহারা যে তাহারদিগের পরিশ্রমের বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিতে পারিতেছেন, মনে মনে তাহাতেই কত সুখ লাভ করেন। অর্থ গরিমা ও প্রভুত্বের অভিমান অধার্ম্মিকের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যদিও কার্য্য-বিশেষে আপনাকে "বাহিরে কর্ত্তা বলিযা প্রকাশ করেন কিন্তু অন্তরে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানেন।" ধার্ম্মিকের যে একটী স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব তাহা তাঁহার সকল অবস্থাতে—সংসারের সকল কার্য্যে, সকল ঘটনাতেই প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য ভাবে প্রদর্শিত হইবেই হইবে। তাঁহারা প্রভু ও ভৃত্য উভয়ের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্বন্ধ মাত্র জানিয়া প্রভুত্ব প্রদর্শন হইতে বিরত হযেন। বিশেষতঃ আমরা কিছু দাস দাসীগণকে নিঃস্বার্থ হইয়া অর্থ সাহায্য করি না। যখন আমরা পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ প্রদান করিয়া থাকি তখন আর আমাদিগের কিসের গৌরব, কিসের প্রভুত্ব।

কোন মতেই আপনাপেক্ষা হীন ও দুর্ব্বল লোককে নির্য্যাতন বা উৎপীড়ন করা উচিত নহে।

যাঁহারা আমারদিগের প্রভু অথবা আমারদিগের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহারদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে আমরা যে রূপ ক্লেশানুভব করি, যে প্রকার নিদারুণ মনোবেদনা প্রাপ্ত হই; আমারদিগের রক্ষিত দাস দাসীগণের প্রতি বৃথা দৌরাত্ম্য করিলে তাহারাও তদ্রূপ অনুভব করিয়া থাকে। অতএব দুর্লভ মানব-জন্ম ধারণ করিয়া কাহাকেও মনঃপীড়া দিবেক না, কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না। পৃথিবীতে ধন সম্পত্তি লাভ করিয়া সকলের উপকার করিবে, ধর্ম্মানুমত সাংসারিক হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া অর্থের সার্থক্য সম্পাদন করিবে।

দাস দাসীগণকে সন্তানবৎ স্নেহ মমতা করিবে, সকল বিষয়ে তাহারদিগের উন্নতির চেষ্টা করিবে। যাহাতে তাহারদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা রক্ষা পায়, তৎপ্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবে। দিন যামিনী তাহারদিগকে স্নেহ-নয়নে নিরীক্ষণ করিবে। দাস দাসীগণও প্রাণপণে প্রভুর সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। প্রভুর কার্য্য নিজ কার্য্য বোধে অবিচলিত চিত্তে তাহা সম্পন্ন করিবে। প্রভুর অবাধ্য হওয়া, প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করা ভৃত্যের মহা অপরাধের কারণ। যে দাস দাসী সাধ্য-সত্ত্বে

প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিতে ত্রুটি করে, প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা অপেক্ষা বিশ্বাস-ঘাতক কৃতঘ্ন আর দ্বিতীয় নাই। সে ইহ লোকে সকলের নিকটেই ঘৃণিত হয় এবং পরলোকেও দুর্গতি লাভ করে।

অতএব পাপের শাস্তা এবং পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরকে আত্মস্থ জানিয়া অকপট হৃদয়ে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবে। অখল চিত্তে প্রভুর উন্নতি সাধনে তৎপর থাকিবে, প্রভুকে পিতৃবৎ সম্মান ও মর্য্যাদা করিবে।

বিদ্যা উপার্জ্জন।

নিম্নে এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীতে—উর্দ্ধে অগণ্য নক্ষত্র খচিত মনোহর চন্দ্রাতপে, বিশ্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বর যে প্রকার অজস্র সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে কোন রূপেই মনুষ্যের বিজ্ঞান নয়ন চির-নিমীলিত করিয়া রাখিবার উপায় নাই। বিশ্বপতির এই সুরম্য বসুধা-কাননের অতি সামান্য শ্যামল দুর্ব্বাদল হইতে, গগন-স্পর্শি-উন্নত গিরিশিখর পর্য্যন্ত দিনযামিনী অবিশ্রামে আমার-

দিগের হৃদয় মন আকর্ষণ করিতেছে—প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি নিঃশ্বাসেই আমারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সমূহকেই উত্তেজিত করিতেছে। শীত বসন্ত, নিদাঘ বর্ষার মনোহর পরিবর্ত্তন, গ্রহ চন্দ্র ধূমকেতু প্রভৃতির রমণীয় আবর্ত্তন, নদ নদী সমুদ্রাদির চিত্ত-বিস্ময়কারিণী শোভা, ওষধি বনস্পতির হৃদয়প্রফুল্লকর সৌন্দর্য্য অবিশ্রামেই আমারদিগের জ্ঞান-ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতেছে—প্রতি নিয়তই আমারদের মানস-রসনার লালসাই প্রবর্দ্ধন করিতেছে। জ্ঞান লাভ করা মনুষ্যের এক প্রকার প্রকৃতি মূলক কার্য্য। এই জন্য সদ্যোভূমিষ্ঠ শিশু হইতে, অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই পৃথিবীস্থ এই সমস্ত বিচিত্র পদার্থ ব্যূহের জ্ঞান লাভার্থে অহোরাত্র ব্যাকুল অন্তরে মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতেছে, এক নিমেষ—এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহই আর নিশ্চিন্ত অথবা নিশ্চেষ্ট থাকিতে সমর্থ নহে।

সকল মনুষ্যের সকল প্রবৃত্তি যেমন সমান বলবতী নহে, সকল হৃদয়ের ভাব গতি যে রূপ এক প্রকার নহে, আমারদিগের শিক্ষার বিষয়ও পরম কারুণিক পরমেশ্বর তেমনি এক প্রকার করিয়া দেন নাই। যাহার জ্ঞান-ক্ষুধা যে প্রকার, সে এখানে

সেই রূপ মনোমত অন্নই লাভ করিতেছে—যাহার পিপাসা যে রূপ, সে এই শিক্ষা-ভূমি পৃথিবীতে তেমনি ইচ্ছামত পানীয় লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে।

যাহার যেরূপ অভিরুচি, যে ব্যবসায়ে যাহার যে রূপ প্রবৃত্তি, এখানে সেই পরম মাতা পরম পিতা পরমেশ্বর তাহার জন্য তদ্রূপ উপকরণই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সুখের ভাণ্ডার, সৌভাগ্যের দ্বার, তাঁহার সকল সন্তানের জন্যই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা আমারদিগের হৃদয়ের ভাবানুমত গম্যপথে গমন করিলেই প্রচুর সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

করুণা-পূর্ণ পরমেশ্বর যে কেবল পৃথিবীকেই আমারদিগের জ্ঞান শিক্ষার একমাত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এমন নহে, তিনি কৃপা করিযা অনন্ত আকাশকেও আমারদিগের বিচরণ ভূমি করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিষ্প্রভ চন্দ্রলোক,তেজো-ময় সূর্য্যমণ্ডল, সমুজ্জ্বল হীরক সদৃশ তারকাবলী, দ্রুতগামী জ্যোতিঃপুচ্ছ ধূমকেতু প্রভৃতি সকল পদার্থকেই এই মর্ত্ত্যলোকস্থ সন্তানগণের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন।

তিনি এই ভূপৃষ্ঠস্থ সুরম্য কুসুম কাননের ন্যায় ধরাগর্ভস্থ অত্যুত্তপ্ত দ্রবময় সুগভীর সাগরকেও আমারদিগের গম্যভূমি করিয়া দিয়াছেন। তিনি যেমন পৃথিবীর আকৃতি, পর্ব্বতের উচ্চতা, সমুদ্রের গভীরতা, পরিমাণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, তেমনি আবার সূর্য্যের দূরত্ব, চন্দ্রের বিস্তৃতি, ধূমকেতুর গতিবিধিও অবগত হইবার অধিকার অর্পণ করিয়াছেন। পৃথিবীর এই সমস্ত ক্ষুদ্র সন্তানগণের প্রতিও তাঁহার এই অসামান্য করুণা! তিনি কৃপা করিয়া আমারদিগের মনোভূমিতে যে সমস্ত অমূল্য বীজ সন্নিবেশিত করিয়া দিযাছেন, তাহার যথাবিহিত পরিচালনাতেই পৃথিবীতে দর্শন সাহিত্য, কাব্য অলঙ্কার, ভূগোল খগোল, ভূতত্ত্ব প্রাণিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে এবং কালক্রমে আরও কত শত সত্যতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গোপম গরীয়সী করিয়া তুলিবে। আমরা যত নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার সৃষ্টি নৈপুণ্য পর্য্যালোচনা করিব—যত একাগ্র হৃদয়ে তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভের প্রত্যেক গ্রন্থি-কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিব, ততই হৃদযে প্রীতি ভক্তির সুবিমল উৎস প্রমুক্ত হইতে

থাকিবে—ততই ধর্ম্ম-ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে আরম্ভ হইবে। ততই আমারদের দেহ মনের একটি অটল নির্ভরের ভাব তাঁহার প্রতি অভ্যুদিত হইয়া জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিবে।

পরমেশ্বর তাঁহার এই পৃথ্বীরাজ্যকে যে সমস্ত কল্যাণগর্ভ বিচিত্র নিয়মে শাসন করিতেছেন, যত তাহা আমারদিগের বুদ্ধি-নেত্রে প্রতিভাত হইবে, সংসারের দুঃখের রজনী তত শীঘ্রই অবসান হইতে থাকিবে। লোক সমাজে জ্ঞান-ধর্ম্মের—সুখশান্তির সুনির্ম্মল উৎস উৎসারিত হইয়া এখানকার পাপ মলিনতা দৌর্বল্য দুঃস্থতার ততই পরিহার করিবে।

• জ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর কি না উন্নতি হইতেছে। আকাশের বিদ্যুৎ নরলোকের দৌত্য-কার্য্য সংসাধন করিতেছে। অচেতন জল বায়ু অগ্নি পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত ক্রীত বাহনের ন্যায় নদনদী পর্ব্বত-প্রান্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া নানা স্থানে লইয়া যাইতেছে—সুগভীর সাগর-বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক দেশ বিদেশ এক করত জনসমাজের সুখ সম্পদ জ্ঞান-ধর্ম্মের অসম্ভাবিত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

পরম কারুণিক পরমেশ্বব আমারদের প্রয়োজনীয়, যাবতীয় ধনরত্ন এই ভূভাণ্ডার মধ্যে রক্ষা

করত ইহার কুঞ্চিকা আমারদের হস্তেই অর্পণ করিয়াছেন। যিনি যেরূপ যত্নসহকারে ইহা উদ্ঘাটন করিবেন, তিনি এখানে সেই পরিমাণে সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হইবেন—লোকান্তরের অনন্ত অক্ষয় সুখের আভাস তাঁহার নিকটে ততই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে। আমারদের জ্ঞান শিক্ষা, বিদ্যা উপার্জ্জন, কেবল ইহ লোকের বিষয় বিত্ত উপার্জ্জনের জন্য নহে—কেবল সাংসারিক উন্নতির জন্যও নহে, তাহা আমারদের পারলৌকিক সুখ সম্পদের নিদানভূত। অতএব যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জ্জনে, বিদ্যা শিক্ষায়, ঔদাস্য ও অবহেলা করে, সে উভয় লোকেরই উন্নতি পথে কণ্টক অর্পণ করে। অতএব তোমরা নিবিষ্ট চিত্তে বিদ্যা উপার্জ্জন জ্ঞান-সঞ্চয় করিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে পারমার্থিক উন্নতির চেষ্টা করিবে। সকল গ্রন্থে—সকল প্রবন্ধে পরমেশ্বরের মহিমাকেই অন্বেষণ করিবে।

ভূগোল খগোলে তাঁহার মহিমা অনুসন্ধান করিবে, ভূ-তত্ত্বে চিকিৎসা-তত্ত্বে তাঁহার দয়া উপলব্ধি করিবে, প্রাণি-তত্ত্বে মনোবিজ্ঞানে তাঁহার শিল্প নৈপুণ্য সংদর্শন করিতে যত্নশীল থাকিবে, পদার্থ-তত্ত্বে শারীর-বিধানে তাঁহার বিচিত্র কৌশল

স্থির-হৃদয়ে পর্য্যালোচনা করিবে, আত্ম-তত্ত্বে দর্শন-দর্পণে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মঙ্গল-মূর্ত্তি সন্দর্শন করত জীবন্মুক্ত হইবে। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান উপার্জ্জন, বিত্তের জন্য বুদ্ধি সঞ্চালন করিয়া জীবন নিঃশেষিত করা মনুষ্যের কার্য্য নহে। ধর্ম্ম লাভ—ঈশ্বর লাভই মনুষ্যের জীবনের লক্ষ্য। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই আমারদের সকল শিক্ষার একমাত্র পুরস্কার। জ্ঞান উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া যদি সেই মহান্ লক্ষ্যই সম্পন্ন না হয়—বিদ্যা উপার্জ্জনে অনুরক্ত হইয়া যদি সেই অমূল্য অক্ষয় রত্ন লাভ করিতে পারা না যায়, তবে যাবজ্জীবন কঠোর শব্দাবলী আবৃত্তি করিয়া জীবন শেষ করার প্রয়োজন কি? দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত একাকী স্থির-হৃদয়ে পুস্তকোপরি নেত্র স্থাপন করত কালাতিপাত করিবার আবশ্যক কি?

অতএব তোমরা প্রাণান্তেও এমন লক্ষ্যশূন্য, জীবনশূন্য জ্ঞান সঞ্চয়ে নিযুক্ত হইও না। যে পুস্তকে ঈশ্বরের নাম নাই, যে গ্রন্থে ধর্ম্মের আভাসও নাই—যে প্রবন্ধে সত্যের একটী স্ফুলিঙ্গমাত্রও দৃষ্ট হয় না, কদাচ সেই অপবিত্র গ্রন্থ স্পর্শও করিও না। বরং চিরকাল পশুজীবন বহন করা ভাল,

তথাচ অসদ্ভাব পরিপূর্ণ অপাঠ্য কুৎসিত পুস্তক পাঠ করিয়া হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি সকলকে জাগ্রত করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে।

এই সত্যটী যেন তোমারদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে যে, পৃথিবী আমারদের শিক্ষা-ভূমি। জ্ঞানধর্ম্মে প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত হওয়াই এখানকার সকল কার্য্যের—সকল শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য।

অর্থ সংগ্রহ।

"যাহার দ্বারা বস্তুর বিনিময় সাধন হয় তাহাকে অর্থ কহে।" অর্থ মনুষ্যের যার"পর নাই প্রয়োজনীয়। কি শরীর-রক্ষা, কি পরিবার প্রতিপালন, কি ধর্ম্ম-প্রচার, কি বিদ্যা উপার্জ্জন প্রভৃতি সকল কার্য্যই অর্থের সাহায্য ব্যতিরেকে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। দীন দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থের অভাবে কত বিষয়ে যে কত প্রকার অসহ্য ক্লেশ সম্ভোগ করিতে হয়, তাহা গণনা দ্বারা নিঃশেষ করা যায় না। অর্থের অপ্রতুলতা বশতঃ না তাহারদিগের বাস-গৃহেরই শৃঙ্খলা আছে, না

গ্রাস-আচ্ছাদনেরই কোন ব্যবস্থা আছে, না বিষয়-কার্য্যেরই কোন সুপ্রণালী দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থের অসঙ্গতি প্রযুক্ত যেমন তাহারা কুৎসিত-গৃহে বাস করিয়া নানাবিধ কষ্ট-ক্লেশ সম্ভোগ করে, তেমনি অর্থাভাব-নিবন্ধন শরীর-রক্ষণোপ-যোগী স্বাস্থ্যকর অন্ন-পানসংগ্রহে, সময়োচিত পরিধেয় বস্ত্রাদির আহরণে অসমর্থ হইযা যৎপরো-নাস্তি দুঃখ-ভোগ করিযা থাকে। তাহারা অর্থের অভাবে কৃষি বা শিল্প-কার্য্য উপযোগী প্রযোজন-মত অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া গলদ্ঘর্ম্ম শরীরে ওষ্ঠাগত প্রাণে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও যথোচিত উদরান্ন সংগ্রহে সমর্থ হয় না। অর্থের অসদ্ভাব প্রযুক্ত শত শত লোক দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি নানা কারণে অনাহারে অচিকিৎসায অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয়। যে বিদ্যা-রত্ন মানব-জীবনের অলঙ্কার, যে ধর্ম্ম-ধন আত্মার অক্ষয়-সম্বল, অর্থহীন হইলে লোকে না সেই মনো-মত বিদ্যা-উপার্জ্জন করিতে পারে, না আশানুরূপ ঈশ্বরের প্রিয-কার্য্য সাধনেই সমর্থ হয়।

পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার, স্বদেশ ও স্বজা-তির প্রতি যথা-যোগ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-প্রীতি

উদ্দীপ্ত থাকিলেও অর্থের অনটন বশতঃ ইচ্ছানুরূপ তাহাদিগের দুঃখ-নিবারণ ও সুখ-বর্দ্ধন করিতে না পারিলে কি নিদারুণ মনস্তাপই সহ্য করিতে হয়!

মনুষ্যের মহত্ত্ব সাধন উদ্দেশে করুণাময় পরমেশ্বর তাহার হৃদয়-ভূমিতে যে সমস্ত জ্ঞান-ধর্ম্মের অবিনশ্বর বীজ নিহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা বর্দ্ধিত ও প্রস্ফুটিত করিয়া নিজের বা সাধারণের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইলেই অমনি বাহ্য-উপকরণের প্রয়োজন হয়। অর্থ না থাকিলে কোন প্রকারেই সেই সকল মনোমত উপাদান সংগ্রহ করা যায় না। কবির কোমল-হৃদয়ে সরস-ভাব কলিকা সকল প্রস্ফুটিত হইলে, তাহার বিচিত্র-সৌরভে লোক-সমাজ আমোদিত করিবার জন্য, ঈশ্বর-পরায়ণ সুধীর সাধুর চিত্ত-ভূমিতে কোন প্রকার উজ্জ্বল সত্য-রত্ন আবির্ভূত হইলে, তাহা লোক-সাধারণের সম্মুখে ধারণ করিবার নিমিত্ত, কোন পণ্ডিত-প্রধান শিল্প-কুশল মহা পুরুষের মানস-ক্ষেত্রে কোন বিচিত্র-কৌশল কলাপ সমুদিত হইলে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, অমনি বাহ্য উপকরণের আবশ্যক হইয়া উঠে। যথা সময়ে উপযুক্ত উপাদান প্রাপ্ত না হইলে তৎসমুহ

অচিরাৎ হৃদয়-সরোবরে বিলীন হইয়া যায়। কি জ্যোতির্বিদ্যা, কি ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, কি প্রাণি-তত্ত্ব, কি চিকিৎসা ও রাসায়ণ-বিদ্যা-ঘটিত উদ্ভাবন ও আবিষ্ক্রিয়া সকল, অর্থ না হইলে কিছুই সুচারু-রূপে সম্পন্ন হয় না। অর্থ ও উপকরণের অসদ্ভাবে বিজ্ঞান শাস্ত্র-ঘটিত কোন একটি লক্ষ্য-সাধন অথবা পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন হইবার সম্ভাবনা নাই। গভীর-জ্ঞান সম্পন্ন অসামান্য পণ্ডিতগণ অর্থ-উপকরণের সাহায্য অবলম্বন করিয়া আবহমানকাল জগতীতলে কত অদ্ভুত আবিষ্কার, কত অসাধ্য-সাধন করিয়া জন-সমাজের অসম্ভাবিত সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছেন। জ্ঞান বিজ্ঞান-ঘটিত কত শত আশ্চর্য্য ক্রিয়া-কলাপ সুনিষ্পন্ন করিয়া বসুন্ধরাকে বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতেছেন। নগর রাজধানী সমুদায়কে সুখের আধার, শান্তির নিকেতন করিয়া তুলিতেছেন।

কি সৌর-জগৎ পর্য্যবেক্ষণকারী সুকৌশল-সম্পন্ন পরিদর্শন-যন্ত্র, কি চক্ষুর অগোচর কীটাণু প্রদর্শক মনোহর অণুবীক্ষণ, কি ভূকম্পনকারী দ্রুত গামী বাষ্পীয়-শকট, কি বসুধার শিরা-সদৃশ সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী অত্যাশ্চর্য্য তাড়িত-সূত্র, কি সাগর-বক্ষ

বিদারক অর্ণবযান, কি সুদূর প্রসারিত সুরম্য-সেতু প্রভৃতি যত প্রকার অসামান্য বুদ্ধি-কীর্ত্তি পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিযাছে, তৎসমুদাযই বিপুল অর্থ সহ-যোগে বিনির্ম্মিত হইযাছে। প্রশস্ত পরিষ্কৃত রাজ-বর্ত্ম, তারকা-শ্রেণী-তুল্য সমুজ্জ্বল দীপমালা, অভ্রভেদী মনোহর অট্টালিকা, শিল্প-জাত পরি-পূর্ণ বিচিত্র আপণ-শ্রেণী, শোভনতম ধর্ম্ম-মন্দির, সমুন্নত বিদ্যালয়, সুপ্রশস্ত চিকিৎসালয, সুবিশাল অনাথ-নিবাস, সুসজ্জিত পান্থ-শালা, দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীর সকল স্পষ্টাক্ষরে নগর রাজধানী সমূহের বিপুল ধন-সমৃদ্ধির জাজ্বল্যতর প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। ধনাঢ্য জন-পূর্ণ এতাদৃশ কোন সুশো-ভন সমৃদ্ধিশালী নগর রাজধানীর সহিত কোন নির্ধন দরিদ্র-আবাস পল্লি গ্রামের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলেই, অর্থ-সামর্থ্যের তারতম্য নিবন্ধন অবস্থার ন্যূনাতিরেক অতি উজ্জ্বল রূপেই প্রতীত হইয়া থাকে।

মনুষ্যকে গ্রাস-আচ্ছাদন সংগ্রহে, বৈষয়িক অভাব অনটন পরিহারে এবং তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত আহরণে সমর্থ করিবার জন্য করুণাময় পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ে অর্জ্জন-স্পৃহার

অবিনশ্বর বীজ নিহিত করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য সেই অর্জ্জন-স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া দেশ বিদেশ, অরণ্য সাগর, পর্ব্বত প্রান্তর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নানা স্থান পরিভ্রমণ করত অর্থ-সামর্থ্য, জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিষা আপনার ও জন-সমাজের দুঃখ নাশ ও সুখোন্নতি সাধন করিতেছে।

অন্ন-পান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ হয়, বলিয়া অল্প-বুদ্ধি লোকেরা যেমন যথেচ্ছ ভোজন পান করিয়া স্বাস্থ্য-রত্নে জলাঞ্জলি দেয় এবং নানা প্রকার উৎকট রোগে আক্রান্ত হইযা দুঃসহ ক্লেশ সম্ভোগ করত অকাল-মৃত্যু লাভ করে, সেই রূপ অর্থ-দ্বারা নানাবিধ সুখ-স্বচ্ছন্দতা লব্ধ হয় এবং ধর্ম্ম-কার্য্য সংসাধন হয় এই উদ্দেশেই লোকে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকেই অর্থের সম্মোহিনী-শক্তি-প্রভাবে মোহিত হইয়া দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞান-শূন্য হওত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া দিবা-রাত্র ধনোপার্জ্জনে উন্মত্ত হইয়া উঠে। অনেকেই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া সমস্ত সময়, সকল বল-বুদ্ধি-শক্তি শুদ্ধমাত্র অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্যই নিঃশেষিত করিয়া, অবশেষে ধর্ম্ম হইতে, সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শাশ্বত-ভূমানন্দ হইতে বহুদূরে পতিত হয়।

স্বাধীন-জীব হইযাও অনেকেই বুদ্ধি-তারল্য বশতঃ অর্থকেই পরম পুরুষার্থ বিবেচনা করত আপনাকে তাহা উপার্জ্জন করিবার একমাত্র যন্ত্র করিয়া তোলে। সমুদায় ধর্ম্ম-শাসন বিস্মৃত হইয়া আত্মোন্নতি সংসাধনে জলাঞ্জলি দিযা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট পথিকের ন্যায অকারণ বিষয়-ক্ষেত্রে ঘূর্ণিত হইতে থাকে। কিসের জন্য অর্থের প্রয়োজন, কোন্ বিষযেই বা তাহা ব্যয়ের আবশ্যক, এ সমুদায় চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে ভুলিয়া দিবা রাত্র কেবল অর্থের অনুসরণেই জীবন নিঃশেষিত করে। আর্থিক মান-মর্য্যাদার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওত, কত লোক অসাধ্য-সাধনে উৎকট পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাস্থ্য-রত্নে জলাঞ্জলি দেয় এবং আত্মার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-জ্ঞান অভাবে অনেকেরই এপ্রকার সংস্কার হইযা উঠে যে, বাণিজ্য ব্যবসায়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা অধর্ম্ম নহে। যে কোন রূপেই অর্থ উপার্জ্জিত হউক, তাহা সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইলেই অর্থের সার্থক্য সম্পাদিত হয়, এবং পাপ তাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায। এই রূপ মনোমত প্রবোধ বাক্য রচনা করিয়া অনেকেই পাপ-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করত আত্ম-বঞ্চনা করে। এই

রূপে আত্মা পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলে এই তেজোময় সার-গর্ভ উপদেশ বাক্য আর হৃদয়ে স্থান পায় না। "অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মোধনেনযঃ ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" "অন্যায় উপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ-জনিত মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না।"

"অর্থেতে লোকের যেরূপ মহতী তৃষ্ণা এবং সেই অর্থ যে রূপ দুঃখেতে লাভ হয়" ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান সম্যক্ সমুজ্জ্বলিত না থাকিলে কোন ক্রমেই ধনরত্নের অবৈধ প্রলোভন সকল অতিক্রম করা যায় না। আমরা জ্ঞানেতেই উন্নত হই, আর পদেই বা উচ্চ হই, অন্তরে ধর্ম্ম-শাসন না থাকিলে— ঈশ্বরের প্রসন্নতার প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে বিষয় বিভবের যৎস্বল্প আকর্ষণেই প্রলুব্ধ হইতে হয়।

ধর্ম্মের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি যাঁহারদিগের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ধর্ম্মের আদেশে ঈশ্বরের আদিষ্ট সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন উদ্দেশে যাঁহারা অর্থ-উপার্জ্জনে, বিষয় বিস্তারে অনুরক্ত হন, বিষয়ের এমনই সম্মোহিনী শক্তি, যে তাঁহারাও যদি একটু সতর্ক হইয়া না চলেন তাঁহাদিগেরও পতনের সম্ভাবনা।

তাঁহারদিগেরও যদি বিষয়াসক্তি সমধিক প্রবল হয়, বিষয-চিন্তায়—বিষযালাপেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারদিগেরও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল ক্রমে হীন বল হইয়া পড়ে, সুতরাং তাঁহারদিগের চিত্ত-ভূমি অনতিদীর্ঘ-কাল মধ্যেই কলুষিত হইয়া যায়। ধন-রত্ন মনুষ্যের একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও এ সত্যটি সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য যে, পার্থিব ধন-সম্পত্তিই আমারদিগের সর্ব্বস্ব নহে। ইহ লোকের চারিদিনের বৈষয়িক সুখ-স্বচ্ছন্দতাতেই মনুষ্যের সুখ শান্তির পরিসমাপ্তি নহে। ধর্ম্ম-রত্নই আমারদিগের চিরকালের সম্বল, ধর্ম্ম-ধনই চির-দিনের উপজীবিকা। ধর্ম্মের আদেশে যতদূর ধন-উপার্জ্জন করা যায়, ততদূরই শ্রেয়, ধর্ম্ম-শাসন রক্ষা করিযা যতদূর বিষয়-ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করা যায, ততদূরই মঙ্গল। যখনই ধন উপার্জ্জন, বিষয়-চিন্তা, ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করে, তখনই তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যখনই বিষয়-লালসা, ধর্ম্ম-চিন্তা হইতে মনুষ্যকে বিরত করে, তখনই তাহা অপরিসেব্য। বিষয়-সুখ যতদূর ধর্ম্মের অনুকূল ততদূরই তাহা সেবনীয়। কিন্তু ধর্ম্মের বিরোধী হইলেই তাহা বিববৎ অস্পৃশ্য ও

পরিত্যজ্য। “কর্ত্তব্য জ্ঞানকে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা রক্ষা করিবে। অন্যায আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয।” অতএব যেখানে অত্যল্প মাত্র ধর্ম্ম হানির সম্ভাবনা, সে স্থলে হিমালয সমান স্বর্ণ-রাশি, আকাশ সমান উচ্চপদ, সমুদ্র সমান বিষয বিত্ত লাভের সূচনা থাকিলেও অম্লান-বদনে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মের পর মূল্যবান্ পদার্থ আর নাই, ধর্ম্ম সংসারের সার, স্বর্গের ভূষণ।

বর্ত্তমানে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার নিমিত্ত যেমন অর্থোপার্জ্জনের একান্ত প্রযোজন, তেমনি ভবিষ্যতে আকস্মিক দুর্দ্দৈব হইতে সুরক্ষিত হইবার জন্য এবং ভাবী পুত্র কন্যাগণের শিক্ষা ও পরিপালনের নিমিত্ত বিষয-রক্ষা ও অর্থ-সংস্থান নিতান্ত আবশ্যক। পৃথিবীতে রোগ বিপদ, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি এমন কতশত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে যে তাহাতে মনুষ্যের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি না থাকিলে কোন ক্রমেই জীবন ধারণের সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্য কি রাজা প্রজা, কি বিদ্বান্ কৃষক সকলেরই কিছু না কিছু সংস্থান করা অতীব কর্ত্তব্য।

অনেকেরই অর্থাগম সময়ে ব্যয়ের আর ইয়ত্তা থাকে না। পরিণাম দৃষ্টি এক কালে অন্তরিত হইয়া যায়। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর প্রদর্শন, লোকরঞ্জনই একমাত্র পরম-পুরুষার্থ হইয়া উঠে। কেমন করিয়া সর্ব্বত্র ক্রিয়াবান্ ও ধনবান্ বলিয়া পরিচিত হইব, এই ইচ্ছাতেই এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। অসঙ্গত ব্যয় দ্বারা ভবিষ্যতে যে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা বাহুবলে দেশ-বিদেশ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা সমস্ত মানব-জাতির মধ্যে আপানাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্টিত রহিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারদিগকেও অপব্যয় ও অসঞ্চয় দোষে সামান্য কারণে প্রজা-সন্নিধানে ঋণ-জালে আবদ্ধ হইতে দেখা যায়। অসঞ্চয়-দোষে কত মহাপ্রতাপ-শালী রাজাকে যৎস্বল্প বিপদেই আকুলিত হইতে হয়, কত সভ্যাভিমানী নরপতিগণকে অদূরদর্শিতা, অপরিমিত ব্যয়িতা-দোষে নির্দ্দোষী প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিতে দেখা যায়। কত বিদ্যাভিমানী রাজ-চূড়ামণিকে অনাবশ্যক ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া, অসম্ভাবিত ধন-ক্ষয় নিবন্ধন লক্ষ লক্ষ

নিরপরাধী প্রজাবর্গের ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ, নিষ্পীড়ন করিয়া সাধারণের বিরাগ-ভাজন হইতে হয়। কত সম্ভ্রম-প্রিয় ভূস্বামীগণ, পরিবার মধ্যে জন্ম-মৃত্যু বা বিবাহ-কাণ্ডে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া চারিদণ্ডের জন্য বদান্যতার একশেষ প্রদর্শন করত তৎপর দিবসেই দীন-দরিদ্রজন-সন্নিধানে ভিক্ষা-প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইয়া নীচতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

রাজা অসঞ্চয়ী বা অপব্যয়ী হইলে যে কেবল আপনাকেই তজ্জনিত দণ্ডভোগ করিতে হয় এমন নহে, সমুদায় প্রজাবর্গকে দুঃসহ দুঃখ-দাবানলে দগ্ধ হইতে হয়। গৃহস্থ অসঞ্চয়ী হইলে তাহার সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন সকলকেই তন্নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি, দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কত নির্দ্দোষী পুত্র কন্যা জন্মাবধি সুখ-স্বচ্ছন্দতার ক্রোড়ে নির্ব্বিঘ্নে লালিত পালিত হইয়া অকস্মাৎ অসঞ্চয়ী পিতার মৃত্যুতে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একবারে অপার বিপদ-সাগরে পতিত হইয়াছে। কত অপব্যয়ী পিতা লোকান্তর গমন করিয়া সমস্ত পরিবারকে তাঁহার দুর্ব্বহ ঋণ-রাশি পরিশোধের ভার অর্পণ করিয়া চির-জীবনের মত কষ্ট ক্লেশ অপমান

সহ্য করিতে রাখিয়া গিয়াছেন। কত পণ্ডিত-তনয় পিতৃ-ধন-বিহীনে মনোমত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে, কত বণিক-পুত্র পৈতৃক-অসঙ্গতি প্রযুক্ত বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অপারগ হইয়া যাবজ্জীবন অন্ন কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। কত পতি-প্রাণা-সতী অসঞ্চয়ী স্বামীর মৃত্যু দিবস হইতে সুখ-সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া অন্যের দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করত সহস্র-হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছেন। কত সম্ভ্রান্ত পরিবার নিঃসম্বল অভিভাবকগণের পরলোক গমনে অকস্মাৎ আশ্রয় শূন্য হইয়া অগত্যা অন্যের গলগ্রহ হইয়া চির-দিন নিদারুণ মনস্তাপে কাল-যাপন করিতেছেন।

অতএব মনুষ্য যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করুক, তাহার আয়ের পরিমাণ যত কেন অল্প বা বিস্তর হউক, ভাবী বিপৎপাত হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য, পরিবারের কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত কিছু না কিছু সঞ্চয় করা যার পর নাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজা প্রজা সঞ্চয়ী ও পরিণামদর্শী হইলে রাজ্যের বিপুল মঙ্গল, পরিবারের অশেষ কল্যাণ সম্ভূত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলে যখন ইতর প্রাণিগণ-মধ্যে অনেকেই সঞ্চয়-গুণ সম্পন্ন দেখা যায়, তখন বিদ্যা-

বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব-কুল তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলে কোন রূপেই তাহারদিগের মহত্ত্ব-রক্ষা হয় না। অতএব তোমরা ধর্ম্মের আদেশে ন্যায়-পথে থাকিয়া অর্থ-উপার্জ্জন করিবে, ন্যায়-উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধন করত কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে পোষণ করিবে, ভাবী অমঙ্গল ও অনিষ্টপাত হইতে সুরক্ষিত হইবার জন্য—ভাবী পুত্র কন্যা গণের ভরণ পোষণ ও শিক্ষাকার্য্য সুসম্পাদন নিমিত্ত যথাশক্তি অর্থ-সঞ্চয় করিয়া জগতে কল্যাণ স্রোত প্রবাহিত করিবে।

ধর্ম্মসঞ্চয়।

চিরজীবন ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, "ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলের পক্ষে মধু স্বরূপ।" পরিষ্কৃত অন্ন পান সেবন দ্বারা যেমন শরীর ক্রমে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়, সেই রূপ পরিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যের আত্মা দিন দিন উন্নত ও প্রশস্ত হইতে থাকে। এই ভয়াবহ সংসারে ধর্ম্মই জীবাত্মার একমাত্র নিরাপদ দুর্গ। এই দুস্তর শোক সন্তাপ-সাগরে ধর্ম্মই এক-মাত্র আত্মার আশ্রয়-তরণী। সংসার যেপ্রকার

স্থান, ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্তও এখানে নিরাপদে থাকিতে পারি না।

করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর ইতর জন্তুদিগের আত্ম-রক্ষার জন্য যে রূপ বিবিধ উপায় বিধান করিয়াছেন, সেই রূপ তিনি তাঁহার অতি স্নেহের ধন, জীবাত্মার রক্ষণাবেক্ষণার্থ ধর্ম্মকে তাহার চিরসঙ্গী চিরসহায় করিয়া দিয়াছেন।

সেই প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিযাই মনুষ্যের আত্মা এখানে শোক সন্তাপ, বিপত্তি বিষাদের উত্তাল তরঙ্গরাজির অভ্যন্তরে সিন্ধু-নিমজ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছে। পরমেশ্বর এক ধর্ম্ম দিয়াই মনুষ্যকে উচ্চ অধিকার প্রদান করিযাছেন। মনুষ্য নামের যে এত গৌরব, কেবল ধর্ম্ম প্রভাবেই। এমন মধু-স্বরূপ—প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মের প্রতি যে উদাসীন হয়, তাহার দুর্গতির আর পরিসীমা থাকে না। সে ঈশ্বরের এই দেব-দুর্লভ উদার প্রসাদের প্রতি অবহেলা করিয়া পৃথিবীতে চিরভিখারির ন্যায় বিচরণ করে। পর্ব্বত সমান স্বর্ণ রাশি, সমুদ্র সমান সুখ ঐশ্বর্য্যও তাহার দুঃখ-ভার বিমোচন করিতে পারে না—তাহার বিষণ্ণ মনকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হয়

না। ধর্ম্মশূন্য ব্যক্তি সংসারের অতি সামান্য বিভীষিকাতেই একবারে বিহ্বল হইয়া পড়ে। শোক সন্তাপের অণুমাত্র অত্যাচারেই এককালে উন্মাদের ন্যায় হতজ্ঞান হইয়া যায়। সংসারকে সে দুঃখের আগার—বিষাদের আলয় দেখিয়া চিরজীবন চিরবন্দীর ন্যায় মনস্তাপেই দিনপাত করিতে থাকে।

তদ্বিপরীত বিশুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পুণ্যাত্মা, তাঁহার এই শিক্ষা-ভূমি পৃথ্বী-রাজ্যের প্রত্যেক ঘটনাতে ভাবী মঙ্গলের সুস্পষ্ট নিদর্শন সকল সন্দর্শন করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের প্রতি স্থির-নিশ্চয় হইয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে কাল যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার ধর্ম্মজনিতপ্রফুল্ল মুখ-শ্রীকে কিছুতেই মলিন করিতে পারে না। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যখন দেশ বিদেশ ভস্মীভূত হইতে থাকে, নদ নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া যখন নগর গ্রাম সকল প্লাবিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, ভীষণতর বজ্রনাদে যখন মেদিনীকে বিকম্পিত করিয়া তোলে, নব দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়া যখন পরিবার-বিশেষের শান্তি-শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকে, ঈশ্বর-প্রাণ পুণ্যাত্মা তখনও এই সমস্ত আপাততঃ অশুভকর ব্যাপারের অভ্য-

স্তরে থাকিয়াও এই সকল ঘটনাতেই ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সকল স্পষ্ট সন্দর্শন করত নির্ভয় হৃদয়ে প্রশান্তমনে গৃহ-ধর্ম্ম এবং সামাজিক-কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে থাকেন। তাঁহার উৎসাহ-অনুরাগ, প্রীতি-বিশ্বাসকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। বরং তাঁহার চির-সখা পরমেশ্বর চেতন অচেতন পদার্থ সকলকে সংসারের উন্নতি সাধন জন্য যে যে নিয়মের অধীন করিয়াছেন, যাহাকে যে প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, তাহাকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস-তরু আরো বদ্ধমূল হইতে থাকে—তাঁহার আশা আনন্দ আরো দৃঢ়ীভূত হইতে আরম্ভ হয়।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মরূপ অক্ষয় স্পর্শ-মণি লাভ করিয়াছেন তাঁহার দারিদ্র্য-দুঃখ একবারেই দূরীভূত হইয়াছে; সুখের উৎস—শান্তির প্রস্রবণ তিনি তাঁহার হৃদয়েই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরমেশ্বরের এই একটী বিচিত্র করুণা! সংসারে যে বস্তু যত প্রয়োজনীয়, তিনি কৃপা করিয়া সেই বস্তুকে সাধারণের ততই ভোগ-সুলভ করিয়া দিয়াছেন। জল বায়ু আলোক প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ জীবন ধারণ পক্ষে সম্যক প্রয়োজনীয়, এ

জন্য সেই করুণা-পূর্ণ পুরুষ তাঁহার সকল সন্তানকে তাহা সমান রূপে উপভোগ করিতে দিয়াছেন। ধর্ম্ম সমুদায় আত্মার জীবন-স্বরূপ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, এ জন্য সেই পুত্র-বৎসল অনাথ-শরণ পরমেশ্বর তাহাকে কোন রূপ দেশ কাল পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। ধর্ম্মের দ্বার সর্ব্বত্র উন্মুক্ত করিয়া দিযাছেন। সকলের হৃদয়-ভূমিতে তিনি ধর্ম্মের অবিনশ্বর বীজ অতি যত্নপূর্ব্বক সন্নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সমুদায় ভৌতিক পদার্থে তিনি দুরপনেয স্বর্ণাক্ষরে আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূপ মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত আলোচনা করিবে—এই উন্নত বিশ্ব-মন্দিরে যে সেই ধর্ম্মাবহকে ব্যাকুল অন্তরে যত অনুসন্ধান করিবে, তাহার ধর্ম্মভাব তত উজ্জ্বল হইবে—তাহার প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা ততই চরিতার্থ হইতে থাকিবে। ধর্ম্মের মধুময ভাব-সকল তাহার সন্নিধানে ততই প্রকাশিত হইয়া তাহার আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে। পরমেশ্বর পিপাসার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন জল লাভের উপায় করিয়া দিয়াছেন, সেই রূপ তিনি ধর্ম্ম-স্পৃহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মকে দিয়া—আপনাকে দিয়া জীবাত্মার ধর্ম্মতৃষ্ণা শান্তি

করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব সকল মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জানিয়া তাহা সহজ-জ্ঞানে বুঝিতে দিয়া আপনার নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিতে-ছেন। তিনি তাঁহার সবল দুর্ব্বল, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সকল সন্তানকে অমূল্য ধর্ম্মরত্ন সমান রূপে উপভোগ করিবার অধিকার দিয়াছেন। আমরা যদি তাঁহার এমন উদার প্রসাদ উপভোগ না করি—তাঁহার এমন নিরাপদ ধর্ম্ম-দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে যত্নশীল না হই, তাহা হইলে তো আমারদিগের নিকটে সংসার বিষাদের আলয় রূপে প্রতীত হইবেই। কর্ত্তব্য ভাব তো আমার-দিগের নিকটে কঠোর বেশ ধারণ করিবেই। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়া তদ্বিপরীত আচ-রণে প্রবৃত্ত হয়, সে ক্রমে পাপ মলিনতাতে জড়ী-ভূত হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে থাকে।

যে ধর্ম্মানুরাগী ঈশ্বর-প্রাণ মহাপুরুষ, ব্যাকুল অন্তরে ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অনুসন্ধান করেন—ধর্ম্ম নিয়ম সকল সর্ব্বদা আলোচনা করেন, তিনি দিন দিন উন্নতি পথে আরোহণ করেন; তাঁহার কর্ত্তব্য ভাব সকল প্রতি নিশ্বাসেই স্ফূর্ত্তি পাইতে আরম্ভ হয়, তাঁহার ধর্ম্ম-সাহস প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অতএব এই অনিত্য অচির সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মের অনুগত হইয়া চলিবে “পুত্তিকেরা যে রূপ বল্মীক প্রস্তুত করে তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে।” ধর্ম্ম মনুষ্যের ইহকালের ও পরকালের এক মাত্র সম্বল। পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু, বিষয় সম্পত্তি কিছুই আমাদিগের সঙ্গে যাইবে না। আমরা যেমন একাকী আসিযাছি, তেমনি একাকীই স্বীয় সুকৃতি দুষ্কৃতি, উন্নতি দুর্গতি লাভের জন্য চলিযা যাইব। এ জীবনের কোন স্থিরতাই নাই। হয় তো অদ্যই আমার পৃথিবীর শেষ দিন হইতে পারে—হয় তো এখনই উদাসীনের ন্যায সর্ব্বত্যাগী হইয়া মৃত্যুর আহ্বানে আমার লোকান্তর যাইবার সময় উপস্থিত হইতে পারে। অতএব চিরধন চিরসম্বল ধর্ম্ম বিনা সেই অজ্ঞাত অপরিচিত লোকে কেমন করিয়া যাইতে অগ্রসর হইব—কেমন করিয়াই বা সেই ভয়ঙ্কর দিনে বিষাদ-ক্রন্দন-কোলাহলের মধ্য হইতে নিঃসম্বল হইয়া অনন্ত কালের জন্য সংসার হইতে বিদায় লইব। সাবধান! ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইও না। চিরজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবে। প্রতিক্ষণে প্রাণপণে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। “জীব ধর্ম্মের

সহায়তায় দুস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়” এবং পরলোকের অক্ষয় অনন্ত সুখ, ধর্ম্মের প্রসাদেই লাভ করে।

সমাপ্ত।